উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৩ কার্তিক ১৪২৭ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 30 October 2020 Friday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in MLD

নিউজ@৯
Find us on
https://www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

মালদায় ভিনজেলার লক্ষ্মীপ্রতিমার চাহিদা তুঙ্গে
তেরোর পাতায়

নৈরাজ্য চলছে বাংলায়, কেন্দ্রকে রিপোর্ট ধনকরের

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ● নয়াদিল্লি

২৯ অক্টোবর : বিরোধীদের চেয়েও রাজ্যপালের মুখে কড়া ভাষা। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে বলে প্রায়ই সমালোচনা করে থাকে বিরোধীরা। আরও একধাপ এগিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর অভিযোগ করলেন, চূড়ান্ত নৈরাজ্য চলছে বাংলায়। ভেঙে পড়েছে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো। প্রশাসনিক ব্যর্থতা চরমে। রাজ্যপালের বাছা বাছা শব্দচয়ন অস্বস্তিতে ফেলেছে এমনকি বিজেপিকেও। দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, 'এসব রাজ্যপালের বিষয়, আমার নয়' বলে মন্তব্য এড়িয়েছেন সাংবাদিক বৈঠকে। তিনি অবশ্য বলেন, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি সবাই বলে থাকেন। উনিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। রাজ্য বিজেপির আরেক নেতা শমীক ভট্টাচার্য শুধু বলেন, বাংলায় রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর রক্তাক্ত। রাজ্যের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে থেকে রাজ্যপাল সেকথাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। তৃণমূল তো বটেই, সিপিএম, কংগ্রেসও রাজ্যপালের বক্তব্যকে ভালো ভাবে নেয়নি। রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর বৃহস্পতিবার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা–র বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে একঘণ্টা বৈঠক করেন। বৈঠকে শুধু রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার দৈন্যদশা নয়, রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসনের রাজনৈতিক ভূমিকা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, নারীর নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি উঠে আসে বলে জানা গিয়েছে।

পরে বঙ্গভবনে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যপাল বলেন, 'খুবই ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। গত একবছরে যা অপশাসন, প্রশাসনিক অপটুতা, সাংবিধানিক ক্ষমতার অপব্যবহার ও আইনশৃঙ্খলার হতশ্রী রূপ দেখেছি, তা তুলে ধরেছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে।' খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি নালিশ জানিয়ে এসেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। ধনকরের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রোটোকল ভেঙে তাঁর সঙ্গে আচরণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী না মানেন সংবিধান, না মানেন আইনের শাসন। রাজ্যের আইপিএস, আইএএস অফিসাররা প্রথম সারির রাজনৈতিক কর্মীদের মতো আচরণ করেন। তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্যে একজন নিরাপত্তা উপদেষ্টা আছেন, যিনি অবসরপ্রাপ্ত ডিজি। তিনি কী করছেন? রাজনৈতিক কাজে যুক্ত থাকাই কী তাঁর শুধু কর্তব্য? সর্বোচ্চ প্রশাসন ঘুমিয়ে রয়েছে। আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে প্রশাসনকে চিঠি লিখলে কোনও উত্তর মেলে না।' এদিন ধনকরের নিশানায় ছিলেন নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ। তাঁর সম্পর্কে সাংবাদিক বৈঠকে অনেক কথা বলেন রাজ্যপাল। তিনি বলেন, রাজ্য পুলিশের ডিজির ওপরে রয়েছে তাঁর 'সুপার বস'। রয়েছেন সিকিউরিটি অ্যাডভাইসর, প্রিন্সিপাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইসর। তাঁদের কাজটা কী? মুর্শিদাবাদ থেকে ৬ আল কায়দা জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করার বিষয়টিও তাঁরা জানতেন না। রাজ্য ক্রমশ বোমা তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্সে করে বোমা নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ রাজনৈতিক আদেশ পালন করছে। সরকারি অফিসাররা রাজনৈতিক কর্মীর মতো আচরণ করছেন। রাজ্য পুলিশের ডিজি'কে চিঠি লিখলে তিনি দীর্ঘদিন পর দু'লাইনের জবাব দিয়ে সাফাই দেন। এটি কোনও সিস্টেমের পক্ষে ভয়ানক অমর্যাদাকর। তাকে আড়াল করেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। যদিও সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্ন করা হলেও রাষ্ট্রপতি জারির প্রসঙ্গ তিনি এড়িয়ে যান।

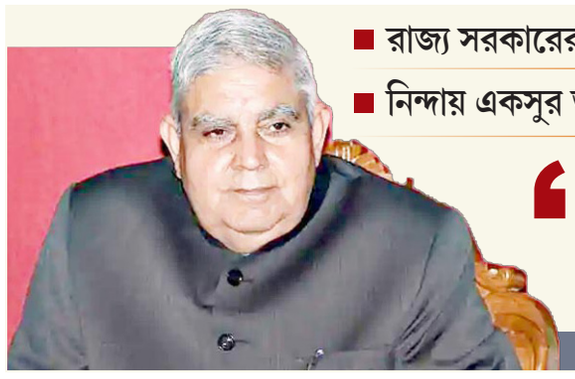

■ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দিল্লিতে বিস্ফোরক রাজ্যপাল
■ নিন্দায় একসুর তৃণমূল, সিপিএম ও কংগ্রেস

"রাজ্য ক্রমশ বোমা তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্সে করে বোমা নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ রাজনৈতিক আদেশ পালন করছে। সরকারি অফিসাররা রাজনৈতিক কর্মীর মতো আচরণ করছেন।
— জগদীপ ধনকর, রাজ্যপাল

অমিত শা–কে রাজ্যপাল জানিয়ে এসেছেন, রাজ্যে মতপ্রকাশের অধিকার নেই। মানবাধিকারের জায়গা নেই। পরে সাংবাদিকদের কাছে এপ্রসঙ্গে তিনি ১৬ দিন ধরে হাসপাতালের মর্গে এক বিজেপি কর্মীর দেহ পড়ে থাকার
এরপর বারোর পাতায়

মানিকচকে অকাল ভাঙন, তলিয়ে যাচ্ছে বোল্ডার

প্রকাশ মিশ্র

মানিকচক, ২৯ অক্টোবর : গঙ্গার জল অনেকটাই কমে গিয়েছে। বৃষ্টিও কার্যত বিদায় নিয়েছে। তবু মানিকচকের পশ্চিম নারায়ণপুর এলাকায় গঙ্গায় অকাল ভাঙন শুরু হয়েছে। দিন কয়েক ধরে এখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আগের ভাঙন রোধের কাজ ধসে পড়ছে। তলিয়ে যাচ্ছে বোল্ডার। ফলে ব্রজলালটোলা সহ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা বিপন্ন হওয়ার মুখে। এই পরিস্থিতিতে সেচ দপ্তর নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলার নির্বাহী বাস্তুকার প্রণবকুমার সামন্ত। মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি গৌরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, আমরা বিষয়টি সেচ দপ্তরকে জানিয়েছি। তারা ভাঙনস্থল পর্যবেক্ষণে রেখেছে।

এদিকে এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, ফরাক্কা ব্যারেজের অধীনে ঠিকভাবে কাজ হয়নি বলেই কয়েক বছরের মধ্যে ভাঙনে তলিয়ে যাচ্ছে লোহার তার বিছানো বোল্ডার ক্রেটের আস্তরণগুলি। পশ্চিম নারায়ণপুর ব্রজলালটোলা গ্রামের কিছুটা উজানে গঙ্গা ও ফুলহর এক সঙ্গে মিশেছে। ফলে গঙ্গার ভয়াবহতা বেড়েছে। এখন বৃষ্টি নেই। গঙ্গার জলের স্তর অনেকটা নীচে নেমে গিয়েছে। তারপরেও হঠাৎ করে ভাঙন শুরু হয়েছে। এই অবস্থায় স্থানীয় লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

দক্ষিণ চণ্ডীপুর অঞ্চলের প্রাক্তন উপপ্রধান তথা স্থানীয় বাসিন্দা শংকর মণ্ডলের অভিযোগ, এখানে আগে যে কাজ হয়েছে, তা যথাযথভাবে হয়নি। ফরাক্কা ব্যারেজের অধীনে কাজে ব্যাপক চুরি হয়েছে। একটি বোল্ডারকে বারে বারে দেখানো হয়েছে। যার ফল আমরা এখন ভুগছি। অবিলম্বে এই এলাকা থেকে শুরু করে অন্তত তিন কিলোমিটার ভাটি এলাকা পর্যন্ত ভালোভাবে বাঁধানো দরকার। না হলে এখানে গঙ্গা অনেকটা ভিতরে ঢুকে ইউ–এর আকার নিচ্ছে। এরপর গঙ্গার স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী সেটি সোজা হয়ে বইতে শুরু করবে। ফলে আগামীদিনে মানিকচকের বিভিন্ন অংশের বিশাল এলাকা তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ঘটনার পরে সেচ দপ্তর কোনও উদ্যোগ নেয়নি বলে তাঁর অভিযোগ।

এক সময় চর এলাকায় থাকতেন সপ্তম চৌধুরী, ঋষিকেশ চৌধুরীরা। তাঁরা জানালেন, আমরা নারায়ণপুর চর এলাকার বাসিন্দা ছিলাম। ভাঙনের ফলে অনেক মানুষ এখানে এসে বসবাস
এরপর বারোর পাতায়

মানিকচকের পশ্চিম নারায়ণপুরে গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে জমি।–আজাদ

মাইনরিটি স্কলারশিপের কোটি কোটি টাকা লোপাট

ইসলামপুর ও রায়গঞ্জ, ২৯ অক্টোবর : উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘিতে মাইনরিটি স্কলারশিপের কোটি কোটি টাকা লোপাটের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একটি প্রভাবশালী চক্র কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা লোপাট করছে বলে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে। চক্রের পান্ডারা কীভাবে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে তা লিখিত অভিযোগে জানানো হয়েছে। অভিযোগের প্রতিলিপি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, সিবিআই, আয়কর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে।

■ ২০১৭ সাল থেকে করণদিঘিতে মাইনরিটি স্কলারশিপের টাকা নয়ছয় চলছে।
■ লাহুতারা–১ এবং আলতাপুর–১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৩৫ জন এই চক্রে যুক্ত।
■ বিভিন্ন ব্যাংকের সিএসপি–র কর্মীদের একাংশও এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ।
■ চক্রের অন্যতম করণদিঘির বাসিন্দা এক বিত্তশালী ব্যবসায়ী।
■ মধ্যবয়সিদের নবম–দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া হিসাবে দেখিয়ে টাকা নয়ছয় করা হচ্ছে।
■ এর জেরে যোগ্য পড়ুয়ারা বৃত্তির টাকা থেকে বঞ্চিত থাকছে।

স্কলারলিপের টাকা নয়ছয়ের ঘটনায় করণদিঘির রাঘবপুর হাইস্কুলের নাম উঠে এসেছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মনোজকুমার সরকার বলেন, 'ওপেন পোর্টালের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হয়। ফলে কে কী করছে তা বোঝা যায় না। শুধু আমাদের স্কুলই নয়, আশপাশের বেশ কিছু স্কুলও একই সমস্যায় ভুগছে। এ বিষয়ে এলাকায় একটি চক্র সক্রিয় হলেও কিছুতেই সেটিকে ধরা যাচ্ছে না।' তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের উত্তর দিনাজপুরের সভাপতি হাজি আবদুল কাদের বলেন, 'করণদিঘিতে ২০১৭ সাল থেকে মাইনরিটি স্কলারশিপের টাকা নয়ছয় করা হচ্ছে। এ ঘটনায় যুক্ত চক্রটি বর্তমানে আরও সক্রিয় হয়েছে। এ বিষয়ে পুলিশ ও প্রশাসনকে অবগত করা হয়েছে। কড়া হাতে পরিস্থিতি সামলাতে ফের তাদের আর্জি জানানো হবে।' দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকায় এ বিষয়ে কিছু জানা নেই বলে করণদিঘির বিধায়ক মনোদেব সিনহা জানান। সংখ্যালঘু দপ্তরের উত্তর দিনাজপুরের আধিকারিক পঙ্কজ তামাং বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। পুলিশ ও সাইবার সেলকে এ বিষয়ে তদন্ত করতে বলা হয়েছে।' করণদিঘি বিডিও বিজয় মোক্তান বলেন, 'অভিযোগের বিষয়ে উপরমহলকে জানানো হয়েছে।' উত্তর দিনাজপুরের জেলা শাসক অরবিন্দ মিনা বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।'

সূত্রের খবর, করণদিঘিতে মাইনরিটি স্কলারশিপের কোটি কোটি টাকা লোপাটের বিষয়টি ২০১৭ সাল থেকে শুরু হয়েছে। ভুয়ো ছাত্রছাত্রীর নামে এই টাকা তোলা হচ্ছে। অভিযোগ, করণদিঘি ব্লকের লাহুতারা–১ এবং আলতাপুর–১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৩৫ জন এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন ব্যাংকের কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট (সিএসপি)–এর কর্মীদের
এরপর বারোর পাতায়

ডিএমের বিরুদ্ধে কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ মন্ত্রীর

বিশ্বজিৎ সরকার ● রায়গঞ্জ

২৯ অক্টোবর : খোদ রাজ্যের মন্ত্রী তথা গোয়ালপোখরের বিধায়ক গোলাম রাব্বানি জেলা শাসকের বিরুদ্ধে কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ তুললেও কেন জেলা শাসককে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে ঘটনার তদন্ত হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। বিরোধীদের অভিযোগ, জেলা শাসকের কাটমানি খাওয়ার পিছনে রাজ্যের কোনও শীর্ষস্থানীয় নেতার হাত রয়েছে। জেলার উন্নয়নের একটি বড় অংশের টাকা এভাবে লুঠ হয়ে যাচ্ছে।

শুধু রাজনৈতিকমহল নয়, এনিয়ে কিন্তু জেলা প্রশাসনিক মহলের একটা অংশের মধ্যেও দীর্ঘদিন ধরে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল। সেই দুর্নীতির কথা সম্প্রতি প্রকাশ্যে ফাঁস করে দিয়েছেন খোদ রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রাব্বানি। এরপরেই বিরোধীরা সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন প্রধান হক সাহেব ১০০ দিনের কাজের নামে কোটি কোটি টাকা নয়ছয় করলেও এখনও পর্যন্ত তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তৎকালীন জেলা শাসক আয়েশা রানি এই ঘটনার বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি বসালেও এখনও সেই তদন্ত হিমঘরে। শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা তথা অভিযোগকারী আলাউদ্দিন সরকার বলেন, ২০১৬ সাল থেকে একের পর এক দপ্তরে অভিযোগপত্র দেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। ব্যবস্থা নেয়নি জেলা প্রশাসনও। এর মধ্যেও আমরা জেলা শাসকের কাছে দেখা করতে গিয়েছিলাম। লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। অভিযুক্ত তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধানকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আমার মনে হয়, এর মধ্যে প্রশাসনের কেউ জড়িত রয়েছে।

অন্যদিকে, বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০০ দিনের কাজে কয়েক কোটি টাকা তছরুপের ঘটনার তদন্ত এখনও পর্যন্ত লালসুতোর বাঁধনে আটকে রয়েছে। ওই কাজের কাটমানি শুধু নয়, পুরো প্রকল্পের টাকা লুঠের পিছনে কি প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের হাত রয়েছে? এই নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এই ঘটনাতেও উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি করেছে বিরোধীরা। বিজেপির জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ লাহিড়ি বলেন, এখানে সরকারি অর্থ দপ্তরের পিছনে একদিকে শাসকদলের নেতা, অন্যদিকে জেলা প্রশাসনের শীর্ষকর্তাই জড়িত বলে খোদ মন্ত্রী দাবি করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না! এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। এর পিছনে তৃণমূলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের হাত রয়েছে। ঘুরপথে এই জেলার উন্নয়নের টাকা চলে যাচ্ছে রাজ্যের কোনও শীর্ষস্থানীয় নেতার হাতে।

কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত বলেন, এখানে লুঠপাটের রাজ চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। শাসকদলের নেতারা তো ফুলেফেঁপে একেকজন কোটিপতি হয়ে গিয়েছেন। এখন দেখা যাচ্ছে, জেলার উন্নয়নের টাকা ভিনরাজ্যে নিয়ে গিয়ে তাঁরা নিজেদের নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধি করছেন। এভাবে চলতে পারে না। এর বিরুদ্ধে শীঘ্রই
এরপর বারোর পাতায়

৩১ অক্টোবর স্বাস্থ্যকর্মীদের তালিকা যাবে রাজ্যে

ভ্যাকসিন মজুত করার তোড়জোড়

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৯ অক্টোবর : কয়েক মাসের মধ্যেই জেলায় জেলায় করোনা ভ্যাকসিন আসতে পারে। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে এমন ইঙ্গিত পেয়েই জেলায় জেলায় করোনা ভ্যাকসিন মজুত রাখতে পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়ে গেল। একইসঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মীদের নামের তালিকাও তৈরি করা হচ্ছে। দক্ষিণ দিনাজপুরেও কোল্ড চেইন পয়েন্ট বাড়ানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাতের মধ্যেই জেলাগুলিতে জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৩১অক্টোবর ওই তালিকা রাজ্যে পাঠানো হবে। স্বাস্থ্য দপ্তর, চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট এবং জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে চলা হোমিয়োপ্যাথি ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্তদের প্রথমে করোনা ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। সেজন্য ওই ডেটা আগে তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় জোর তৎপরতার সঙ্গে ডেটা সংগ্রহের কাজ চলছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ডেপুটি সিএমওএইচ (২) কিশলয় দত্ত বলেন, বর্তমানে জেলায় ১৬টি কোল্ড চেইন পয়েন্ট রয়েছে। সেগুলিতে সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ানো হবে। তার সঙ্গে আরও কিছু কোল্ড চেইন পয়েন্টও করা হবে। কোথায় কোল্ড চেইন পয়েন্ট বাড়বে তার কাজ শুরু হয়েছে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকুমার দে বলেন, স্বাস্থ্যকর্মীদের তালিকা তৈরির কাজ চলছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা রাজ্যের কাছে পাঠানো হবে।

কোল্ড চেইন পয়েন্ট কী

কোল্ড চেইন হল রেফ্রিজারেটার, কোল্ড স্টোর, ফ্রিজার এবং কোল্ড বক্সের একটি নেটওয়ার্ক, যেখানে ভ্যাকসিনগুলি সঠিক তাপমাত্রায় রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। তৈরির সময় থেকে শুরু করে ব্যবহারের সময় পর্যন্ত প্রস্তাবিত তাপমাত্রায় ভ্যাকসিন সংরক্ষণ ও পরিবহণের ব্যবস্থাই হল কোল্ড চেইন।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এখনও পর্যন্ত যেসব কোল্ড চেইন পয়েন্ট রয়েছে তার সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। এই জেলায় বর্তমানে ১৬টি কোল্ড চেইন পয়েন্ট রয়েছে। বালুরঘাট সদর হাসপাতাল ও গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালের পাশাপাশি জেলার প্রত্যেক ব্লকে কোল্ড চেইন পয়েন্ট রয়েছে। সেই কোল্ড চেইন পয়েন্টগুলিতে শিশু ও প্রসূতিদের জন্য ভ্যাকসিন রাখা হয়। বিভিন্ন গ্রামীণ হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে রোগীদের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। সেই কোল্ড চেইন পয়েন্টে করোনা ভ্যাকসিনও রাখা হবে। মূলত প্রান্তিক এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতে করোনা ভ্যাকসিন পৌঁছানো যায় সেই পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিপুল পরিমাণে করোনা ভ্যাকসিন আসার খবর রয়েছে। তাই সেই পরিমাণ ভ্যাকসিন মজুত রাখার জন্য নির্দিষ্ট পরিকাঠামো প্রয়োজন। জেলায় তাই ভ্যাকসিন মজুত রাখতে কোল্ড চেইন পয়েন্টগুলির জন্য ভ্যাকসিন কেরিয়ার, আইস লাইনড রেফ্রিজারেটর (আইএলআর) কেনা হবে। প্রথম সারিতে থেকে লড়াই করা স্বাস্থ্যকর্মী বা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্তদের মধ্যে প্রায় ৩৫০ জন ইতিমধ্যে সংক্রামিত হয়েছেন। তাই করোনার বিরুদ্ধে যাঁরা সামনে থেকে লড়াই করছেন, তাঁদের আগে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। সেজন্য জেলায় সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের তথ্য চেয়েছে রাজ্য। ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সেই তালিকা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর রাজ্যের কাছে পাঠাবে।